যুগান্তর

তারিখ 22 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শুরু

যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন আর কেন্দ্র নিয়ে ক্ষোভ অভিভাবকদের

যুগান্তর রিপোর্ট

উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে বুধবার সারাদেশে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক সমাপনীতে প্রথমবারের মতো যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের নামে সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অভিভাবকরা বলেছেন, সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যেই যেখানে তেমন কোন ধারণা নেই, সেখানে, শিশুরা এর সমাধান বা উত্তর দেয়ার প্রসঙ্গই অবান্তর। একে কোমলমতি শিশুদের উপর বাড়তি চাপ বলে অভিহিত করেছেন অনেকে। এ নিয়ে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ আর অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ বড় বড় স্কুল ও মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ স্কুলেই পরীক্ষা দিচ্ছে। এ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অন্য স্কুলের অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডা. মোঃ আফছারুল আমীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এতে সমস্যা হবে না। আর এটি নীতিমালায়ই রয়েছে। তিনি বলেন, শিশুদের নকল বা অন্য কোন সুযোগ দেয়ার মানসিকতা নেই। তবে, এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা। তারা বলেন, বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের শিক্ষার্থীদের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। এতে পরীক্ষা হলেই বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছে ওই স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসা ভিন্ন স্কুলের পরীক্ষার্থীরা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের কোন বিধান নেই। তবে যে কেন্দ্রে যে স্কুলের পরীক্ষার্থী রয়েছে সে কেন্দ্রে সে স্কুলের শিক্ষককে হল পরিদর্শক হিসেবে রাখা হয়নি। অন্য স্কুলের বা উপজেলার শিক্ষককে কেন্দ্র পরিদর্শকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রথমবারের মতো এবারের সমাপনী পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছে। এতে সব উত্তরপত্র জেলায় নিয়ে আসা হবে এবং এক উপজেলার উত্তরপত্র অন্য উপজেলায় নিয়ে মূল্যায়ন করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা আনয়নে এ নিয়ম করা হয়েছে।

৪র্থ বারের মতো অনুষ্ঠিত প্রাথমিক এবং ৩য় বারের ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ২৯ লাখ ৬৯ হাজার ৩৯৩ এর মধ্যে প্রাথমিকে ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৭ জন এবং ইবতেদায়িতে ৩ লাখ ২৮ হাজার ৩২৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নিতে ফরম পূরণ করেছিল। তবে এদের মধ্যে কতজন অংশ নেয় বা বহিষ্কৃত হয়েছে তা রাত সাড়ে ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর জানাতে পারেনি। পরীক্ষার প্রথম দিনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল টিঅ্যান্ডটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. মোঃ আফছারুল আমীন রাজধানীর মিরপুর-১৪ নম্বরের শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও তাবানটেক উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।